भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
Government of India
Ministry of Panchayati Raj

Azadi Ka Amrit Mahotsav

পঞ্চায়েতি রাজ

পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতায়ন

জানুন আপনার ভূমিকা, অধিকার, দায়িত্ব এবং কর্তব্যগুলি

भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
Government of India
Ministry of Panchayati Raj

सत्यमेव जयते

পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতায়ন

জানুন আপনার ভূমিকা, অধিকার, দায়িত্ব এবং কর্তব্যগুলি

পঞ্চায়েতি রাজ

অংশ (পার্ট) – ১

পঞ্চায়েতের ভূমিকা, দায়িত্ব, ক্ষমতা এবং কর্তব্য

ভারত সরকার, সংবিধানের ৭৩তম সংশোধনীর মাধ্যমে পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠানগুলিকে অন্তর্ভূক্ত করে একটি বৈপ্লবিক পদক্ষেপ নিয়েছেন। সংবিধানের ৭৩তম সংশোধনীর মাধ্যমে বিভিন্ন স্তরের পঞ্চায়েতকে সাংবিধানিক মর্যাদা প্রদান করার মাধ্যমে তাদের ক্ষমতা ও কাজ নির্দিষ্ট করা হয়েছে। সংবিধানের ১১তম তফশিলে তালিকাভুক্ত ২৯টি বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায়বিচারের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পঞ্চায়েতগুলির দায়িত্ব ও ক্ষমতা হস্তান্তরের বিধান রয়েছে। পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থার ত্রিস্তরীয় কাঠামোতে, গ্রাম পঞ্চায়েত হল সর্বনিম্ন স্তর। এক বা একাধিক গ্রাম নিয়ে একটি গ্রাম পঞ্চায়েত গঠিত হয়। পঞ্চায়তি রাজ ব্যবস্থার পরবর্তী স্তরটি পঞ্চায়েত সমিতি এবং সর্বোচ্চ স্তরটি হল জেলা পরিষদ।

পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষমতায়নের জন্য পঞ্চায়েত এবং তাদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের ভূমিকা, অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য, পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রক, এই তথ্য সমৃদ্ধ পুস্তিকাটির মাধ্যমে প্রকাশ করার উদ্যোগ নিয়েছেন।

১. গ্রাম পঞ্চায়েতের দায়িত্ব

সাংবিধান অনুযায়ী গ্রাম পঞ্চায়েত সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নসহ মানব উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনের জন্য স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার একটি স্তর হিসাবে কাজ করবে এবং রাজ্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত শর্ত বা প্রদত্ত নির্দেশাবলী সাপেক্ষ সকলের জন্য সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করবে।

প্রতিটি রাজ্যে পৃথক পৃথক পঞ্চায়েতি রাজ আইন বলবৎ আছে। এই আইন অনুসারে প্রধান এর নেতৃত্বে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি চার ধরনের কর্তব্য পালন করে, যেমন আবশ্যিক, ন্যস্ত বা হস্তান্তরিত, ঐচ্ছিক ও পরিপূরক কাজ।

১.১ গ্রাম পঞ্চায়েতের আবশ্যিক (Obligatory Duties) দায়িত্ব:

১. পরিকল্পনা প্রস্তুত করা

(ক) পাঁচ বছরের জন্য একটি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন। উপলব্ধ সম্পদের উপর ভিত্তি করে প্রয়োজনভিত্তিক তা সংশোধন ও হালনাগাদ করা।

(খ) পরের বছর প্রস্তাবিত কাজ করার জন্য প্রতি বছরের একটি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত করে রাখা।

(গ) প্রকল্প রূপায়ণ।

২। গ্রাম পঞ্চায়েত বার্ষিক পরিকল্পনায় নির্ধারিত প্রকল্পগুলির বাস্তবায়ন করতে পারবে অথবা প্রয়োজনে হস্তান্তর করতে পারে-

(ক) স্বাস্থ্যের উন্নয়ন সংক্রান্ত ও রোগ প্রতিরোধমূলক কাজ, প্রজনন ও শিশু স্বাস্থ্য পরিষেবা, পুষ্টির মান উন্নয়ন, জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা, উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও ডিসপেনসারির রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন।

(খ) প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা এবং প্রাথমিক শিক্ষা সহ শিশুদের স্কুলে ভর্তি করা, স্কুল ছুটদের স্কুলমুখী করা, সাক্ষরতা অভিযান, প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য এবং যারা বিদ্যালয়ের বাইরে রয়েছে তাদের জন্য সামাজিক, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক তথা প্রথাবহির্ভূত শিক্ষার ব্যবস্থা।

(গ) মহিলা ও শিশুদের উন্নয়ন, মহিলাদের ক্ষমতায়ন, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর গঠন এবং সুযোগ-সুবিধা প্রদান, ক্ষুদ্র ঋণদান ও অন্যান্য কর্মসূচির জন্য ঋণ প্রদান, আয় বৃদ্ধি ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজকর্ম পরিচালনার জন্য প্রকল্প গ্রহণ।

(ঘ) অনগ্রসর ও সমাজের পিছিয়ে পড়া শ্রেণী এবং বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের উন্নয়নের জন্য সামাজিক কল্যাণ মূলক কাজ।

(ঙ) মহামারী প্রতিরোধ করার জন্য পশুদের টিকাকরণ এবং কৃত্রিম প্রজনন কর্মসূচি রূপায়ণের মাধ্যমে গবাদি পশুর উন্নয়ন।

(চ) বীজ, জৈব সার, কীটনাশক, কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণের জন্য উপভোক্তাদের নির্বাচন এবং সেচ ও নতুন ফসল প্রবর্তনের মাধ্যমে কৃষকদের উৎসাহ প্রদান।

(ছ) জলাশয় খনন ও রক্ষণাবেক্ষণ, সঠিক পদ্ধতিতে মাছ চাষ ও মাছ ধরা, মাটি ও জল পরীক্ষা, মিনি-কিট সরবরাহ এবং উন্নত প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে মাছ চাষের উন্নয়ন।

(জ) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রসার এবং কারিগরদের উন্নয়নের জন্য জনকল্যানমূলক কাজ।

(ঝ) রেশন কার্ড বিতরণের জন্য উপভোক্তাদের চিহ্নিতকরণ ও বাছাই এবং গণবন্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে খাদ্যশস্য বিতরণ বিষয়ে নজরদারী।

(ঞ) ট্যাংক, ক্যানাল নির্মাণ, ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের রক্ষণাবেক্ষণ এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে হস্তান্তর করা নতুন প্রকল্পগুলির জন্য উপভোক্তা কমিটির মাধ্যমে জল অভিকর সংগ্রহ।

(ট) ক্ষুদ্র সেচ/জলের ব্যবস্থাপনা, মৃত্তিকা সংরক্ষণ ও জলবিভাজিকা উন্নয়ন.

(ঠ) নলকূপ, কূপ, ট্যাংক নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং জলাধার ও জল সরবরাহের উৎসগুলিকে পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করা।

(ড) জনপথ নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত এবং তার সংরক্ষণ

(ঢ) বৃক্ষরোপণ ও চারা বিতরণের মাধ্যমে সামাজিক বনসৃজন ও খামার এলাকায় বনাঞ্চল সম্প্রসারণ এবং জ্বালানি ও পশুখাদ্য চাষের ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান।

(ণ) কঠিন ও তরল বর্জ্যের নিরাপদ নিষ্কাশন ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পরিবেশের স্বাস্থ্যের উন্নয়ন এবং প্রকাশ্য এলাকা দূষিত ও অপরিচ্ছন্ন রাখাকে নিয়ন্ত্রণ করা।

(৩) গ্রাম সভার নির্দিষ্ট এলাকার জন্য নেওয়া সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে উপভোক্তাদের চিহ্নিতকরণ, বিভিন্ন প্রকল্প বা কর্মসূচির যে তালিকা প্রস্তুত করা হয় তা গ্রাম পঞ্চায়েত বাদ দিতে বা অস্বীকার করতে পারবে না যদি বাদ দিতে হয় তাহলে আইন মোতাবেক কেন সম্ভব নয় সেটি লিখিতভাবে জানাতে হবে।তবে শর্ত থাকে, গ্রাম পঞ্চায়েত যদি স্থির করে যে, আইন বা কোনো বিধি, আদেশ বা নির্দেশিকা অনুযায়ী গ্রাম সভায় নেওয়া কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য বা বাস্তবায়নযোগ্য নয়, তা হলে তার সিদ্ধান্ত অবিলম্বে গ্রাম সভার পরবর্তী সভায় উপস্থাপনের জন্য জানাতে হবে।

১. ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ন্যস্ত বা হস্তান্তরিত (Transferred Duties) দায়িত্ব:

(১) একটি গ্রাম পঞ্চায়েত করবেঃ-

(ণ) কর্মসংস্থান সংক্রান্ত কর্মসূচি ছাড়াও যে কোনও কর্মসূচির রূপায়ণ করতে পারে, তাছাড়া রাজ্য সরকারের অনুমতি নিয়ে রাজ্য সরকার বা অন্য কোনও যথোপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দায়িত্ব দিলে যেকোনো কাজের রূপায়ণ, যেকোনো আইনের প্রয়োগ অথবা যেকোনও সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে পারবে।

(ণ) (খ) জনকল্যাণমূলক কোন কাজের পরিচালনা বা রক্ষণাবেক্ষণ, অথবা অন্য কোনও সংস্থাকে যদি এই দায়িত্ব ন্যস্ত বা হস্তান্তর করা হয় তার পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে।

(ণ) সময়ে সময়ে রাজ্য সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী যে যে কাজের দায়িত্ব দেওয়া হবে তা পালন করা বা হস্তান্তর করা ।

১.৩ যদি রাজ্য সরকার মত পোষণ করেন যে কোনও গ্রাম পঞ্চায়েত ধারাবাহিকভাবে তার উপর ন্যস্ত দায়িত্ব খেলাপ করছেন তাহলে রাজ্য সরকার ঐ গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছ থেকে তার কারণগুলি লিপিবদ্ধ করার পর সেই কাজগুলি গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছ থেকে প্রত্যাহার করে নিতে পারেন এবং ঐ কাজ পঞ্চায়েত সমিতিকে ন্যস্ত করতে পারেন এবং এই দায়িত্ব নবগঠিত গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচিত না হওয়া এবং কাজ শুরু না করা অবধি চলবে।

১. ৩ গ্রাম পঞ্চায়েতের ঐচ্ছিক (Regulatory Duties) কর্তব্য:

গ্রাম পঞ্চায়েত তার নির্বাচনী এলাকার মধ্যে নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে যে যে কাজ করবেঃ

(ক) গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মধ্যে কোনো ব্যক্তি পঞ্চায়েতের প্রাক অনুমতি ব্যতীত নতুন পরিকাঠামো বা বাড়ী নির্মাণ বা সম্প্রসারণ করতে পারবেন না এবং এই পরিকাঠামো বা বাড়ী নির্মাণ পরিবেশের সুরক্ষা ও নির্মাণবিধি মেনে করা হবে।

(খ) এই আইন অনুসারে গ্রাম পঞ্চায়েত কর, অভিকর, শুল্ক ধার্য করতে পারে।

(গ) ব্যবসার নিবন্ধীকরণ করা যাবে যদি না এই ধরনের ব্যবসা বা ব্যবসার নিবন্ধীকরণ আপাতত কোনো আইনের দ্বারা বন্ধ করা থাকে।

(ঘ) মোটর ভেহিকেল এ্যাক্ট এর অধীনে নিবন্ধিত হওয়া গাড়ি ছাড়া অন্য যানবাহনের নিবন্ধীকরণ করা।

(ঙ) সেচের বা ব্যবসায়িক কাজের জন্য ব্যবহৃত মোটরচালিত অগভীর বা গভীর নলকূপগুলিকে নিবন্ধীকরণ করা

(চ) এলাকায় প্রতিটি জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধীকরণ করা।

(ছ) এই আইন অনুসারে গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিলের নিয়ন্ত্রণ, পরিচালনা এবং ব্যবস্থাপনা করা।

(জ) রাজ্য সরকারের আদেশ অনুযায়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মচারীদের উপর প্রধানের সাধারণ নিয়ন্ত্রণ ।

(ঝ) আর্ত মানুষদের সহায়তা করা ।

(ঞ) গ্রামের নিকাশী এবং এলাকা থেকে জল বেরিয়ে যাওয়ার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ ।

(ট) বিভিন্ন রোগের মহামারী প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণ ।

(ঠ) কোন ভবন বা সম্পত্তি ন্যস্ত করা হয়েছে তার সংরক্ষণ ও মেরামতির ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া।

(ড) ফেরি ঘাট তৈরী করা এবং এর পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ।

(ঢ) শ্মশান ঘাট ও কবরখানা নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ।

(ণ) অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য বিতরণের জায়গাগুলি নিয়ন্ত্রণ করা এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা

(ত) গ্রামাঞ্চলের রাস্তাঘাটগুলিতে আলোর ব্যবস্থা।

(থ) রাজ্য সরকার কর্তৃক গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতে ন্যস্ত বিভিন্ন কাজের রূপায়ণ।

১.৪ গ্রাম পঞ্চায়েতের পরিপূরক (Complementary Duties) দায়িত্ব:

একটি গ্রাম পঞ্চায়েতের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করার ক্ষমতা থাকবে এবং কোনো পক্ষপাত ছাড়াই পরিকল্পনা গ্রহণ করবে এবং এর সাথে সম্পর্কিত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(ক) গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মধ্যে কোনো ব্যক্তি পঞ্চায়েতের প্রাক অনুমতি ব্যতীত নতুন পরিকাঠামো বা বাড়ী নির্মাণ বা সম্প্রসারণ করতে পারবেন না এবং এই পরিকাঠামো বা বাড়ী নির্মাণ পরিবেশের সুরক্ষা ও নির্মাণবিধি মেনে করা হবে।

(খ) এই আইন অনুসারে গ্রাম পঞ্চায়েত কর, অভিকর, শুল্ক ধার্য করতে পারে।

(গ) মানুষের জন্য জীবিকার সুযোগ বৃদ্ধি ।

(ঘ) সম্মিলিত কার্যক্রমের জন্য স্বেচ্ছাসেবী কর্মীদের সংগঠিত করা ।

(ঙ) মদ্যপান, মাদক সেবন, পণ, বাল্যবিবাহ, লিঙ্গ বৈষম্য এবং নারী ও শিশুদের নির্যাতনের মতো সামাজিক কুফলগুলির বিরুদ্ধে প্রচারাভিযান পরিচালনা করা।

(চ) অনগ্রসর শ্রেনীর মানুষদের মধ্যে আইনি সচেতনতা বৃদ্ধি করা ।

(ছ) জনসাধারণের সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ ।

(জ) নাগরিকের দায়িত্ব, কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলা ।

(ঝ) সমবায় আন্দোলনের প্রচার এবং সমবায় প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা করা।

(ঞ) খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধ ।

(ট) বায়োগ্যাস ব্যবহারের জন্য উৎসাহ ।

(ঠ) স্নান ও জামা কাপড় কাঁচার জন্য ঘাটের ব্যবস্থা করা ।

(ড) যাত্রীদের জন্য প্রতীক্ষালয় নির্মাণ।

২. গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যের/সদস্যাদের ভূমিকা ও দায়িত্ব:

গ্রাম পঞ্চায়েতের একজন নির্বাচিত সদস্য/সদস্যাকে (অধিকাংশ রাজ্যে ওয়ার্ড সদস্য হিসেবে পরিচিত) গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকার সার্বিক উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হয়। তাই, গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য/সদস্যা হিসেবে তার কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। এই ভূমিকা ও দায়িত্বের একটি বিবরণ নিচে উল্লেখ করা হলো। এগুলি ছাড়াও, আরও কিছু দায়িত্ব এবং কর্তব্য থাকতে পারে যা সময়ে সময়ে তালিকায় যুক্ত হতে পারে।

(ক) গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনী এলাকার নির্বাচিত সদস্য/সদস্যা হিসাবে করণীয় কাজ: -

সংসদ (পাড়া/ওয়ার্ড সভা) এলাকার জনগণের একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হিসাবে, এলাকার সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে নিজেকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অবহিত হতে হবে, সমস্যা ও অভিযোগ শুনতে হবে, যতদূর সম্ভব সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করতে হবে এবং এছাড়াও সমাধানের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের সাথে সমস্যাগুলি বিচার ও বিশ্লেষণ করতে হবে । গ্রাম পঞ্চায়েতের সিদ্ধান্তগুলি নিয়মিতভাবে জনগণের সাথে আলোচনা করা উচিত। এটাও মনে রাখতে হবে যে, তিনি এমন ব্যক্তিদেরও প্রতিনিধি যারা এখনও ভোটার হওয়ার যোগ্য হননি বা যারা নির্বাচনে অংশ নেননি।

(খ) গ্রাম পঞ্চায়েতে, স্থানীয় স্বশাসিত সরকারের নির্বাচিত সদস্য/সদস্যা হিসাবে:

অন্যান্য সদস্য/সদস্যাদের সাথে স্থানীয় সরকার হিসাবে গ্রাম পঞ্চায়েতের গঠন, গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভার আলোচনায় অংশ নেওয়া, গ্রামবাসীকে গ্রাম সংসদ সভায় অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করা, গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক তার উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করা, সম্পদ সংগ্রহের জন্য জনগণকে বোঝানো ইত্যাদি।

(গ) উপ সমিতির (স্থায়ী কমিটির) সদস্য/সদস্যা হিসেবে: -

উপ সমিতির সভায় যোগদান এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ; গ্রাম পঞ্চায়েতের সুপারিশ অনুযায়ী এই কমিটিতে গৃহীত কর্মসূচিগুলির বিষয়ে নিজের এলাকার পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা; সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধানের ক্ষেত্রে যথাযথ ভূমিকা পালন করা এবং কাজ বা প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের সময় প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা।

(ঘ) গ্রাম পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনা (GPDP) প্রস্তুতির জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত প্ল্যানিং ফ্যাসিলিটেশন টিমের (GPPFT) সদস্য হিসাবে: -

সংসদ (পাড়া/ওয়ার্ড) এলাকায় গ্রাম পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনা (Gram Panchayat Development Plan - GPDP) প্রস্তুত করার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরিতে নেতৃত্ব প্রদান করা; পাড়া-মহল্লায় সভা-সমাবেশের আয়োজন করা, মানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ ও সংকলনের ব্যবস্থা করা; গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মশালায় পরিস্থিতি পর্যালোচনা, সমস্যা ও সম্ভাবনার বিশ্লেষণের জন্য আলোচনায় অংশ নেওয়া এবং GPDP তৈরিতে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা।

(ঙ) গ্রামীণ স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যবিধান এবং পুষ্টি কমিটির সভাপতি হিসাবে:

জনস্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যবিধান (স্যানিটেশন) এবং পুষ্টি ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং তার অগ্রগতির উপর নজর রাখা।

(চ) বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির সদস্য/সদস্যা হিসাবে: -

স্কুলছুট (drop-out) রোধ করা; অভিভাবক-শিক্ষক সমিতিকে শক্তিশালী করা; শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো উন্নয়নে উদ্যোগ গ্রহণ করা; মিড-ডে মিল (MDM) কর্মসূচির মান পর্যবেক্ষণ করা এবং এলাকার শিক্ষার মান উন্নয়নে উদ্যোগ নেওয়া ।

(ছ) স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য/সদস্যা হিসেবে: -

দুর্যোগ মোকাবেলায় পরিকল্পনা প্রণয়ন; দুর্যোগের সময় উদ্ধার ও পুনর্বাসনে উদ্যোগ গ্রহণ; ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর জন্য ত্রাণের ব্যবস্থা করা; কোনো দুর্যোগের আশঙ্কা থাকলে সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা।

(জ) অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের তদারকি কমিটির সভাপতি হিসাবে: -

সমস্ত উপভোক্তারা (Beneficiaries) নিয়ম অনুযায়ী সমস্ত সুবিধা পান কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের (AWC) কাজ নিয়মিত তদারকি (মনিটরিং) করা; AWC এর পরিকাঠামো নিরীক্ষণ করতে এবং কোনো ঘাটতি থাকলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া।

(ঝ) গ্রামীণ জল ও স্বাস্থ্যবিধান কমিটির সদস্য হিসাবে (VWSC): -

গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে হস্তান্তরিত নলবাহিত জল সরবরাহ প্রকল্পগুলির ব্যবস্থাপনার জন্য উদ্যোগ নেওয়া; জলের অপচয় রোধে উদ্যোগ গ্রহণ; পানীয় জল পরীক্ষার জন্য পরীক্ষাগারগুলির পরিষেবাগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করা; পানীয় জলের উৎসগুলিকে দূষণমুক্ত রাখার উদ্যোগ নেওয়া।

(ঞ) সংসদ এলাকায় শিশু সুরক্ষা কমিটির সভাপতি হিসেবে: -

সংসদ (পাড়া/ওয়ার্ড) এলাকায় শিশুদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা; শিশুশ্রম; বাল্যবিবাহ; শোষণ ইত্যাদির বিরুদ্ধে উদ্যোগ নেওয়া। গ্রাম পঞ্চায়েতকে শিশুবান্ধব (Child-Friendly) করার জন্য তারও উদ্যোগ নেওয়া উচিত।

(ট) ব্লক কাউন্সিলের সদস্য/সদস্যা হিসাবে: -

ব্লক কাউন্সিলের সভায় যোগদান এবং আলোচনায় অংশ নেওয়া; যে প্রকল্পগুলি গ্রাম পঞ্চায়েতের দ্বারা গৃহীত হয়নি তা পঞ্চায়েত সমিতির পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা।

(ঠ) গ্রাম শিক্ষা পরিচালন কমিটির সদস্য/সদস্যা হিসেবে: -

স্কুলছুট (drop-out) রোধ করা; শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো উন্নয়নে উদ্যোগ গ্রহণ করা; মিড-ডে মিল (MDM) কর্মসূচির মান পর্যবেক্ষণ করা এবং এলাকার শিক্ষার মান উন্নয়নের উদ্যোগ নেওয়া।

৩. গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচিত সদস্য/সদস্যাদের অধিকার:

গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচিত সদস্য/সদস্যাদের অধিকার নিম্নরূপ: -

- পঞ্চায়েতের নির্বাচিত সদস্য/ সদস্যদের প্রধান দায়িত্ব হল ভোটারদের প্রতিনিধিত্ব করা।
- পঞ্চায়েত এলাকায় জনসাধারণের পণ্য ও পরিষেবা প্রদানের জন্য পরিকল্পনা ও কর্মসূচির রূপায়ণে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করা।
- পঞ্চায়েতের প্রতিটি সদস্য/ সদস্যদের পঞ্চায়েতের প্রশাসনিক এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে এমন বিষয়গুলি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং স্থায়ী কমিটির বৈঠকে প্রস্তাব পেশ করা।
- সদস্য/সদস্যা হিসাবে পঞ্চায়েতের সব ধরনের নথি দেখার অধিকার (access) থাকবে ।
- জনগণের প্রয়োজন বা কাজের সাথে সম্পর্কিত যে কোনও বিষয় বা সমস্যা সম্পর্কে বা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পঞ্চায়েতের দৃষ্টি আকর্ষণ করা।
- যখন কোনো সভার প্রয়োজন হবে তখন সংশ্লিষ্ট সংসদ (পাড়া/ওয়ার্ড) এলাকার সভার সভাপতিত্ব করা।
- সদস্য/ সদস্যদের পঞ্চায়েত সভার কার্যবিবরণীর অনুলিপি দেওয়ার অধিকার রয়েছে।
- সদস্য/ সদস্যরা তার নির্বাচনী এলাকায় গৃহীত কাজগুলিতে স্বনির্ভরতার মনোভাব গড়ে তুলবেন এবং জনসাধারণের অবদান বা স্বেচ্ছাশ্রমকে সংগঠিত করবেন।
- সদস্য/ সদস্যরা কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে কোনও ত্রুটি এবং দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে কোনও কর্মকর্তার অবহেলা পঞ্চায়েতের নজরে আনতে পারে।
- সদস্য/ সদস্যরা কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে কোনও ত্রুটি এবং দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে কোনও কর্মকর্তার অবহেলা পঞ্চায়েতের নজরে আনতে পারে।

৪. গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের/সভাপতির দায়িত্ব ও কর্তব্য:

গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের/সভাপতির দায়িত্ব ও কর্তব্য নিম্নে দেওয়া হল : -

- রাজ্য পঞ্চায়েত আইন ও বিধি অনুযায়ী তার উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ ও কর্তব্য পালন করা।
- গ্রাম পঞ্চায়েতের সকল কার্যনির্বাহ করবার ক্ষমতা তাঁর উপর ন্যস্ত।
- গ্রাম পঞ্চায়েতের সভা আহ্বান করা এবং ওই সভায় সভাপতিত্ব করা।
- গ্রাম পঞ্চায়েত বা যেকোনো স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে পঞ্চায়েত সচিব/নির্বাহী সহায়কের উপর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করা।
- গ্রাম পঞ্চায়েতের সমস্ত কর্মচারীদের কাজের উপর প্রশাসনিক তত্ত্বাবধান এবং নিয়ন্ত্রণ রাখা।
- স্থানীয় মানুষকে যে পরিষেবাগুলি প্রদান করা হয় তা যেন আর্থিক এবং পরিবেশগতভাবে দীর্ঘমেয়াদী হয় তা নিশ্চিত করা।

- গ্রাম পঞ্চায়েতের খাতাপত্র ও খতিয়ান (রেকর্ড) রক্ষণাবেক্ষণ সহ গ্রাম পঞ্চায়েতের আর্থিক ও প্রশাসনিক কার্য নির্বাহের জন্য সাধারণ দায়িত্ব রয়েছে।
- শূন্যপদ হওয়ার তারিখ থেকে সময়ের মধ্যে উপ-প্রধান নির্বাচনের ব্যবস্থা করা।
- গ্রাম পঞ্চায়েতের নথিতে সম্পূর্ণ অধিকার (access) থাকবে।
- গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষে, প্রধান/সভাপতি চুক্তি/ঠিকা সংক্রান্ত নথিগুলি কার্যকর করবেন।
- প্রধান/সভাপতি গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মচারীদের কর্মক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি করবেন।
- প্রধান/সভাপতির অনুপস্থিতিতে উপপ্রধান/সহ সভাপতিকে এ ধরনের দায়িত্ব পালন করতে হবে।

৫. গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে নির্দিষ্ট ভূমিকা দেওয়া হয়েছে:

গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে বিপুল সংখ্যক মুখ্য কার্যক্রম/প্রকল্প (ফ্ল্যাগশিপ প্রোগ্রাম/স্কিম) রূপায়ণের জন্য নির্দিষ্ট ভূমিকা পালনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে যেমন (১) সর্বশিক্ষা অভিযান (SSA), (২) মিড-ডে মিল (MDM), (৩) পোষণ অভিযান (POSHAN Abhiyan)/ সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্প (ICDS), (৪) বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও/রাজ্য নির্দিষ্ট যোজনা, (৫) জল জীবন মিশন, (৬) প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঁচাই যোজনা, (৭) স্বচ্ছ ভারত মিশন – গ্রামীণ (SBM-G), (৮) মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি স্কিম (MGNREGS), (৯) জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশন, (১০) অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা (AAY), (১১) প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (PMAY), (১২) দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ কৌশল্যা যোজনা, (১৩) পশুধন যোজনা, (১৪) মৎস্য যোজনা, (১৫) জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন, (১৬) জননী সুরক্ষা যোজনা, (১৭) প্রধানমন্ত্রী মাতৃ বন্দনা যোজনা, (১৮) আয়ুষ্মান ভারত/রাজ্য নির্দিষ্ট প্রকল্প, (১৯) জাতীয় বায়োগ্যাস এবং সার ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি, (২০) প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা, (২১) দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রাম জ্যোতি যোজনা, এবং (২২) জাতীয় সামাজিক সহায়তা কর্মসূচি (NSAP)।

৬. গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ সমিতির সঞ্চালক (সভাপতি):

অর্থ ও পরিকল্পনা উপ সমিতি ব্যতীত আরও চারটি উপ সমিতি রয়েছে যাতে উপ সমিতির সদস্য/সদস্যদের মধ্যে চারজন সদস্য/সদস্যা সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করতে পারেন। উপ সমিতির সঞ্চালকদের নিয়মিত সভা ডেকে ক্ষেত্রভিত্তিক (সেক্টরভিত্তিক) পরিকল্পনা ও বাজেট তৈরী করতে হবে। এছাড়াও, তাকে গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভায় উপ সমিতির সভার প্রতিবেদন (রিপোর্ট) পেশ করতে হবে।

৭. গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরোধী নেতা:

গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরোধী সদস্য/সদস্যাদের মধ্যে একজন বিরোধী দলনেতা/নেত্রী হিসেবে কাজ করবেন। তিনি অর্থ ও পরিকল্পনা উপ সমিতির সদস্যও হবেন।

বিরোধী দলনেতার/নেত্রীর প্রধান দায়িত্ব হল অর্থ ও পরিকল্পনা উপ সমিতির বৈঠকে যোগদান করা এবং আলোচনায় অংশ নেওয়া। গ্রাম পঞ্চায়েত যাতে দ্রুততা, স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা এবং সমতার ভিত্তিতে প্রকল্পগুলির বাস্তবায়ন করতে পারেন তার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা। এই প্রসঙ্গে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বিরোধী দলের নেতা হিসাবে তাকে গঠনমূলক সমালোচনার মাধ্যমে তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনে গ্রাম পঞ্চায়েতের পদাধিকারী এবং কর্মচারীদের সমর্থন করা।

৮. ব্লক/পঞ্চায়েত সমিতির (Intermediate Panchayat) ক্ষমতা ও কার্যাবলী:

৮.১ ব্লক/মধ্যবর্তী পঞ্চায়েত হল গ্রামীণ ভারতের স্থানীয় স্বশাসিত সরকারের দ্বিতীয় বা মধ্যবর্তী স্তর। পঞ্চায়েত সমিতি (মধ্যবর্তী পঞ্চায়েত) এবং ব্লক একই সীমানাধীন। এই মধ্যবর্তী পঞ্চায়েতগুলিকে ব্লক পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং মণ্ডল পরিষদ ইত্যাদিও বলা হয়। সাধারণত, এলাকার সীমা এবং জনসংখ্যার উপর নির্ভর করে কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে গঠিত হয় একটি ব্লক পঞ্চায়েত। একটি ব্লক পঞ্চায়েতের গড় জনসংখ্যা ৩৫,০০০ (35,000) থেকে ১,০০,০০০ (1,00,000) পর্যন্ত হয়। প্রতিটি ব্লক পঞ্চায়েতকে কয়েকটি নির্বাচনী ক্ষেত্রে ভাগ করা হয়েছে। ব্লক পঞ্চায়েতের অধীনে প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত সরাসরি ব্লক পঞ্চায়েতের একজন সদস্যকে নির্বাচিত করে। গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান হলেন পদাধিকারবলে ব্লক পঞ্চায়েতের সদস্য। সকল সদস্যদের নিয়ে তৈরী হয় ব্লক পঞ্চায়েত।

৮.২ ব্লক/পঞ্চায়েত সমিতির (Intermediate Panchayat) সাধারণ কার্যাবলী:

পঞ্চায়েত সমিতির (ব্লক পঞ্চায়েত) প্রধান কাজ হল তার নির্বাচনী এলাকার মধ্যে থাকা সকল গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজকর্মের সমন্বয় সাধন করা। নির্বাচনী এলাকায় বসবাসকারী মানুষদের মধ্যে জীবনযাত্রার মান বাড়াতে স্বনির্ভরতা ও উদ্যোগ এবং কাজের মনোভাব গড়ে তোলা। পঞ্চায়েত সমিতির (ব্লক পঞ্চায়েত) গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির কাজের তত্ত্বাবধান করে এবং তাদের কাজকর্মের উন্নতির জন্য পরামর্শ দেয়। এটি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি রূপায়ণে সহায়তা করে। পঞ্চায়েত সমিতির (ব্লক পঞ্চায়েত) সাধারণ কার্যাবলী নিম্নরূপঃ

(ক) সংশ্লিষ্ট আইন বা সরকার বা জেলা পঞ্চায়েত কর্তৃক অর্পিত প্রকল্পসমূহের বার্ষিক পরিকল্পনা তৈরী করা এবং জেলা পরিকল্পনার সাথে সংযুক্ত করার জন্য জেলা পঞ্চায়েতের নিকট তা পেশ করা।

(খ) সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতের বার্ষিক পরিকল্পনার বিচার বিবেচনা এবং একত্রীকরণ করে জেলা পঞ্চায়েতের কাছে জমা দেওয়া।

(গ) ব্লকের বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন এবং জেলা পঞ্চায়েতের কাছে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জমা দেওয়া।

(ঘ) সরকার বা জেলা পঞ্চায়েত কর্তৃক ন্যস্ত কাজ সম্পাদন ও কার্যকরী করা।

(ঙ) প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা (relief) প্রদান.

(চ) ব্লক স্তরে সরকারি ও বেসরকারি উভয় ধরনের প্রযুক্তিগত দক্ষতাগুলির একত্রীকরণ এবং গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে প্রযুক্তিগত পরিষেবা প্রদান করা।

(ছ) রাজ্য ও জাতীয় নীতি অনুযায়ী তার নিকট হস্তান্তরিত প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্প পরিচালনা করা।

৮.৩ ব্লক/পঞ্চায়েত সমিতির (Intermediate Panchayat) ক্ষেত্রবিশেষে (সেক্টরাল) কার্যাবলী:

পঞ্চায়েত সমিতিকে (ব্লক পঞ্চায়েত) কৃষি, পশুপালন, মৎস্য, প্রাথমিক শিক্ষা এবং গ্রামীণ স্বাস্থ্য ইত্যাদির উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

৮.৪ ব্লক/মধ্যবর্তী পঞ্চায়েত সভাপতির দায়িত্ব ও কর্তব্য নিম্নে দেওয়া হল: -

- পঞ্চায়েত সমিতির (ব্লক পঞ্চায়েত) সকল প্রকার কার্যনির্বাহ করবার ক্ষমতা সভাপতির উপর ন্যস্ত।
- পঞ্চায়েত সমিতির (ব্লক পঞ্চায়েত) সভাপতি, সমস্ত সভা আহ্বান করেন এবং সভাপতিত্ব করেন এবং স্থায়ী সমিতির সভাও সভাপতিত্ব করেন যেগুলির তিনি চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত।
- পঞ্চায়েত সমিতির (ব্লক পঞ্চায়েত) সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসারের (BDO) উপর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করা।
- · সমস্ত অফিস রেকর্ডগুলি দেখার পূর্ণ অধিকার (access) থাকবে।
- · জরুরী অবস্থায় সভাপতি ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের সাথে পরামর্শক্রমে যে কোন কাজ সরাসরি সম্পাদন করতে পারবেন, যদি সাধারণ মানুষের পরিষেবা বা সুরক্ষার জন্য প্রয়োজন হয়, তবে তাকে পরবর্তী সভায় ব্লক পঞ্চায়েতে গৃহীত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অবহিত করতে হবে।
- ব্লক পঞ্চায়েত কর্তৃক সম্পাদিত কাজগুলি সভাপতির দ্বারা পরিদর্শন ও পরীক্ষা করা হয়

৯. জেলা পঞ্চায়েত/জেলা পরিষদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী:

৯.১ পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থার ত্রিস্তরীয় কাঠামোর শীর্ষ স্তর হল জেলা পঞ্চায়েত। অধিকাংশ রাজ্যে জেলা

স্তরের পঞ্চায়েতকে জেলা পরিষদ বলা হয়। জেলা পরিষদ এবং জেলা একই সীমানাধীন।

প্রতিটি জেলা পরিষদকে বেশ কয়েকটি নির্বাচনী ক্ষেত্রে ভাগ করা হয়েছে। জেলা পরিষদের নির্বাচনী এলাকার সংখ্যা জেলার ব্লকের সংখ্যার সমান। সমস্ত পঞ্চায়েত সমিতির (ব্লক পঞ্চায়েত) সভাপতিরাও পদাধিকারবলে জেলা পরিষদের সদস্য। কিছু রাজ্যে বিধানসভার সদস্য (এমএলএ) এবং লোকসভার সদস্যও (এমপি) পদাধিকারবলে জেলা পরিষদের সদস্য। সকল সদস্যদের নিয়ে তৈরী কমিটিকে বলা হয় জেলা পরিষদ।

৯.২ জেলা পরিষদের/জেলা পঞ্চায়েতের সাধারণ কার্যাবলী:

নিজের নির্বাচনী এলাকার মধ্যে থাকা সকল পঞ্চায়েত সমিতির কাজকর্মের সমন্বয় সাধন করে। কিছু রাজ্যে জেলা পরিষদ পঞ্চায়েত সমিতির (ব্লক পঞ্চায়েত) বাজেটও অনুমোদন করে। জেলা পঞ্চায়েতের সাধারণ কার্যাবলী নিম্নরূপঃ

(ক) পঞ্চায়েত সমিতির (ব্লক পঞ্চায়েত) এবং গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির কাজের তত্ত্বাবধান ও সমন্বয়সাধন এবং উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলির জেলা পর্যায়ে একত্রীকরণ।

(খ) মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি স্কিম (MGNREGS) এবং অন্যান্য প্রকল্পের ক্ষেত্রে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্ত করা।

(গ) রাজ্য সরকারের বিজ্ঞাপ্তি মোচাবেক জেলার বিভিন্ন দপ্তরের জেলা আধিকারিকদের কাজকর্মের প্রশাসনিক তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।

(ঘ) রাজ্য সরকার বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা কর্তৃক ন্যস্ত বা হস্তান্তরিত সমষ্টির সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ।

(ঙ) সমস্ত ব্লকের বিভিন্ন বিষয়ের কাজের ফলাফলগুলি পর্যালোচনা করা।

(চ) জেলার এক বা একাধিক ব্লকের সাথে সম্পর্কিত উন্নয়ন সংক্রান্ত পরিকল্পনা, প্রকল্প, যোজনা বা অন্যান্য বিষয়ের কাজের রূপায়ণ নিশ্চিত করা।

(ছ) রাজ্য সরকারের বিজ্ঞাপ্তি মোচাবেক তার উপর ন্যস্ত যে কোন উন্নয়ন কর্মসূচি সম্পর্কিত কার্যাবলী সম্পাদন করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

(জ) জেলায় উন্নয়নমূলক কাজ এবং বিভিন্ন পরিষেবাগুলির রক্ষণাবেক্ষণ, তা পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠানের (PRIs) বা সরকারের দ্বারাই করা হোক না কেন, জেলা পরিষদের রাজ্য সরকারকে পরামর্শ দেওয়ার ক্ষমতা থাকবে।

৯.৩ জেলা পরিষদের/জেলা পঞ্চায়েতের সাধারণ কার্যাবলী :

জেলা পরিষদ অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে কাজ করে থাকে। জেলা পরিষদ বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করে থাকে।

৯.৪ জেলা পরিষদের/জেলা পঞ্চায়েতের সভাধিপতির দায়িত্ব ও কর্তব্য:

জেলা পরিষদ অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে কাজ করে থাকে। জেলা পরিষদ বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করে থাকে।

৯.৪ জেলা পরিষদের/জেলা পঞ্চায়েতের সভাধিপতির দায়িত্ব ও কর্তব্য:

জেলা পরিষদের সভাধিপতির দায়িত্ব ও কর্তব্য নীচে আলোচনা করা হলঃ

(ক) জেলা পরিষদের সভাধিপতি (চেয়ারম্যান), সমস্ত সভা আহ্বান করেন এবং সভাপতিত্ব করেন এবং স্থায়ী সমিতির সভাও সভাপতিত্ব করেন যেগুলির তিনি সভাপতি (চেয়ারম্যান) হিসেবে নির্বাচিত।

(খ) সমস্ত অফিস রেকর্ডগুলি দেখার পূর্ণ অধিকার (access) থাকবে।

(গ) মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক বা জেলা পঞ্চায়েতের অন্যান্য আধিকারিকদের কাছ থেকে কোনও রেকর্ড, বিবৃতি, নথি পরীক্ষা এবং পর্যবেক্ষণের জন্য পেশ করতে বলতে পারেন।

(ঘ) জেলা পঞ্চায়েত বা তার স্থায়ী সমিতির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের প্রস্তাব সম্পর্কে মুখ্য নির্বাহী আধিকারিককে নির্দেশ প্রদান।

(ঙ) জেলা সম্পর্কিত প্রধান সমস্যাগুলি সরকারের কাছে তুলে ধরা যেখানে সরকারের তাৎক্ষণিক হস্তক্ষেপ অপরিহার্য।

অংশ (পার্ট) – ২

পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতায়নের জন্য পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রালয়ের উদ্যোগ ও সংশোধন

১. পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ক্রমাগত সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা:

পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠানের (পি.আর.আই -PRIs) দক্ষতা বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণ (ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ও ট্রেনিং – CB&T) পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রকের অন্যতম প্রধান নির্দেশ। তাই, মন্ত্রক গঠনের পর থেকেই রাজ্য সরকারের যে বিভিন্ন প্রকল্পের বিষয়ে পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলির দক্ষতা ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে দক্ষতা বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণের প্রচেষ্টাকে সমর্থন করছে। এই লক্ষ্যে মন্ত্রক রাষ্ট্রীয় গ্রাম স্বরাজ অভিযান' (আর জি এস এ) নামে একটি কেন্দ্রীয় প্রকল্প রূপায়ণ করছেন।

২০১৮-১৯ সাল থেকে পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠানগুলিকে (PRIs) স্থিতিশীল উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা (Sustainable Development Goals) অর্জনের জন্য শক্তিশালী করার প্রাথমিক লক্ষ্য নিয়ে রাষ্ট্রীয় গ্রাম স্বরাজ অভিযান (RGSA) রূপায়ণ করা হচ্ছে।

নির্বাচিত প্রতিনিধিদের (ERs) নির্বাচনের ছয় মাসের মধ্যে ভিত্তিভিত্তিক ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণ এবং নির্বাচনের দুই বছরের মধ্যে রিফ্রেশার প্রশিক্ষণ প্রদানের বিধান রয়েছে। যেহেতু প্রশাসনিক ব্যবস্থা পরিবর্তিত হচ্ছে, তাই মন্ত্রক পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলির প্রথাগত প্রশিক্ষণের বিষয় ছাড়াও বিভিন্ন নতুন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। প্রশিক্ষণের মধ্যে প্রধান যে বিষয়গুলি রয়েছে তা হল- স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, পাবলিক ফাইন্যান্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (PFMS) সহ পঞ্চায়েতের আর্থিক ব্যবস্থাপনা,পঞ্চায়েতের নিজস্ব সম্পদ সংগ্রহ (OSR), ই-গ্রামস্বরাজ, অনলাইন অডিট, স্থিতিশীল উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা স্থানীয়করণ (LSDGs), বিশেষ করে ৯টি থিমের উপর। স্থিতিশীল উন্নয়নের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট ঘাটতির ওপর ভিত্তি করে পঞ্চায়েতের নিজ নিজ স্তরে সমন্বিত পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।

২. পিপলস প্ল্যান ক্যাম্পেইন (PPC):

গ্রাম পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনা (GPDP) প্রস্তুতি প্রক্রিয়ায় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণকে ত্বরান্বিত করতে, ২০১৮ (2018) সাল থেকে পিপলস প্ল্যান ক্যাম্পেইন (PPC) চালু করা হয়েছে। মানুষের অংশগ্রহণের দ্বারা পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রস্তুতি নিশ্চিত করার জন্য পি.পি.সি হল

একটি কার্যকর কৌশল যাতে সমষ্টি, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/দপ্তরের ফ্রন্টলাইন কর্মী, স্বনির্ভর গোষ্ঠী (SHGs), বিভিন্ন সংগঠন (CBOs) এবং অন্যান্যরা অংশীদাররা স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করেন।

৩. পঞ্চায়েতের ডিজিটালাইজেশন - স্থানীয় স্তরে সুশাসনের জন্য একটি উদ্যোগ:

- স্থানীয় প্রশাসনে স্বচ্ছতা, দক্ষতা এবং দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করার জন্য কম্পিউটার এবং তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারকে কাজে লাগানো হয়েছে এর মূল উদ্দেশ্য হল স্থানীয় পর্যায়ে 'ন্যূনতম সরকার, সর্বোচ্চ শাসন'।

- ২০২০ সালের এপ্রিল মাস থেকে eGramSwarajটির অ্যাকাউন্টিং সফটওয়্যার চালু করা হয়েছে।

- সমস্ত পরিকল্পনা এবং হিসাবরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা যার মধ্যে রয়েছে পঞ্চায়েতের কাজের বিভিন্ন দিক যেমন পর্যবেক্ষণ, সম্পদের ব্যবস্থাপনা, আয় এবং ব্যয় ইত্যাদির জন্য eGramSwaraj একটি একক প্ল্যাটফর্ম প্রস্তুত করেছে।

- পঞ্চায়েত মন্ত্রক, উপভোক্তাদের পরিচয় যাচাই প্রক্রিয়াকে সহভাগী পরিকল্পনা অভিযানের অন্তর্ভুক্ত করেছে এবং eGramSwaraj-এর মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের উপভোক্তাদের তালিকা দেখানোর জন্য একটি অনলাইন পদ্ধতি প্রস্তুত করা হয়েছে। ছয়টি কেন্দ্রীয় মন্ত্রক/বিভাগের ষোলটি (১৬টি) প্রকল্পের উপভোক্তাদের বিবরণ eGramSwaraj এর সাথে যুক্ত করা হয়েছে।

- eGramSwaraj-PFMS ইন্টারফেস (eGSPI): পঞ্চায়েতগুলিকে অনলাইনে অর্থপ্রদান করার জন্য eGramSwaraj-PFMS ইন্টারফেস (eGSPI) একটি সংযোগ ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলেছে যেমন কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশনের অধীনে ব্যয় করা অর্থ। গ্রাম পঞ্চায়েত যাতে বিক্রেতা/পরিষেবা

প্রদানকারীদের সঙ্গে সঙ্গেই অর্থপ্রদান করতে পারে তার জন্য eGSPI হল একটি সংযোগকারী ব্যবস্থাপনা।

- অডিট অনলাইন (Audit Online) : পঞ্চায়েতগুলির আর্থিক ব্যবস্থাপনাকে শক্তিশালী করতে কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশনের তহবিলের স্বচ্ছতার সাথে নিরীক্ষার জন্য AuditOnline অ্যাপ্লিকেশনটি টি ব্যবহার করা হয়েছে।

- লোক্যাল গভর্নমেন্ট ডিরেক্টরি (LGD): এপ্রিল ২০১৮ (2018) সালের এপ্রিল মাসে চালু করা হয়েছিল। এটি সমস্ত প্রশাসনিক এলাকার একটি স্ট্যান্ডার্ড লোকেশন ডিরেক্টরি (LGD), যা পঞ্চায়েত মন্ত্রকের দ্বারা ন্যাশনাল ইনফরমেটিক্স সেন্টারের (NIC) সহায়তায় তৈরি করা হয়েছে, এটির মাধ্যমে তথ্য অনলাইনে হালনাগাদ করা যায় যখন কোনো নতুন এলাকার সৃষ্টি, সীমানা সংকোচন বা সংযোজন ঘটে থাকে। স্থানীয় সরকার ও রাজস্ব সংক্রান্ত সকল তথ্য অনলাইনে রাখাই হল LGD র লক্ষ্য।

- পঞ্চায়েত দ্বারা পরিষেবা প্রদান: পঞ্চায়েত মন্ত্রক, তার বাধ্যতামূলক কাজ হিসাবে পঞ্চায়েতকে আধুনিকতা, স্বচ্ছতা ও কর্মদক্ষতার উদাহরণ হিসাবে তুলে ধরার জন্য এবং পঞ্চায়েত স্তরে সমন্বিত ইলেকট্রনিক পরিষেবা সরবরাহকে (integrated electronic service delivery) উৎসাহিত করার জন্য, ই পঞ্চায়েত মিশন মোড প্রোগ্রামের অধীনে সারভিসপ্লাস (http://ServiceOnline.gov.in) চালু করা হয়েছে।

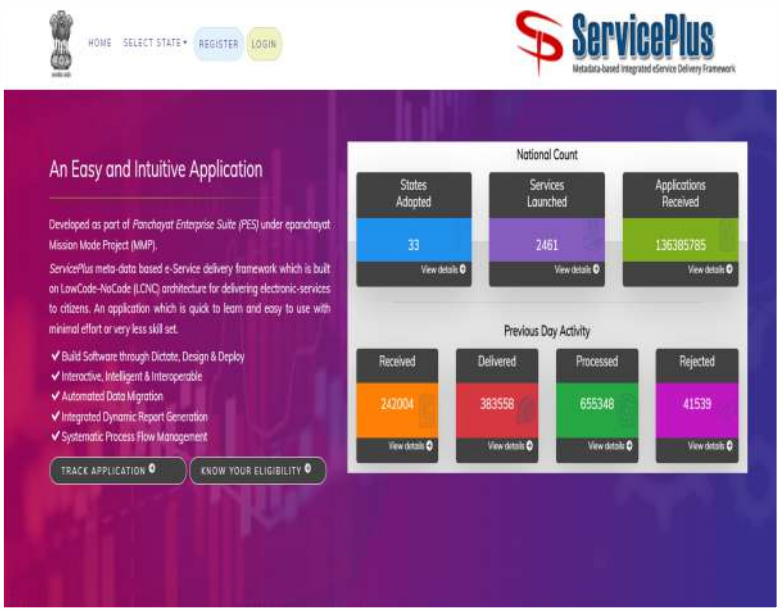

- · e-GramSwaraj- গভর্নমেন্ট মার্কেটপ্লেস (GeM) ইন্টারফেস : পঞ্চায়েতের ক্রয় পদ্ধতিতে স্বচ্ছতা আনার জন্য, eGramSwaraj কে e-marketplace এর সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত, ১২ টি রাজ্যে এটির পরীক্ষা সফলভাবে পরিচালিত হয়েছে এবং অন্যান্য রাজ্যগুলি পরীক্ষামূলক প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ করার প্রক্রিয়াধীনে রয়েছে |

- · গ্রামসভা নির্ণয় (GS NIRNAY Mobile App):

  পঞ্চায়েত সিদ্ধান্তগুলি সঠিক পথে পরিচালনা করতে, নতুন দিশা উদ্ভাবন করতে এবং সমস্যা সমাধানের জন্য গ্রামীণ ভারতের জাতীয় স্তরের উদ্যোগ হিসাবে 'GS NIRNAY' নামে একটি মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন প্রচলন করা হয়েছে। এই অ্যাপটির উদ্দেশ্য হল গ্রামসভার সময় আলোচিত গুরুত্বপূর্ণ এবং জটিল বিষয়গুলির তথ্য সহজে পাওয়া এবং তথ্য যাচাই ও পঞ্চায়েতগুলির কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করে গ্রামীণ সমাজকে ক্ষমতায়ন/সক্ষম করা। অ্যাপটি, উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সরকারি পরিষেবার নাগাল, সুযোগ এবং ফলাফল বাড়াবে বলে আশা করা হচ্ছে এবং এটি তৃণমূল স্তরে 'ন্যূনতম সরকার, সর্বোচ্চ শাসন'-এর দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবায়নের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

৪. স্থানীয় গ্রামীণ সংস্থাগুলিতে কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশনের তহবিলের বরাদ্দ:

- কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশনের অনুদানের মাথাপিছু বরাদ্দ দ্বাদশ অর্থ কমিশনে ৫৪ (54) টাকা থেকে পঞ্চদশ অর্থ কমিশনে ৬৭৪ (674) টাকায় বেড়েছে।
- চতুর্দশ অর্থ কমিশনে গ্রাম পঞ্চায়েতের মৌলিক পরিষেবাগুলি দেওয়ার জন্য যে বরাদ্দ প্রক্রিয়া ছিল তা পরিবর্তন ও পরিমার্জন করে বর্তমান পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের অনুদান সমস্ত রাজ্যের ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত এবং ঐতিহ্যবাহী গ্রামীণ স্থানীয় সংস্থাগুলিকে প্রদান করা হচ্ছে।
- চতুর্দশ অর্থ কমিশন এবং পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের অনুদান এখন সরাসরি গ্রামীণ স্বশাসিত সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির অ্যাকাউন্টে দেওয়া হচ্ছে, যা পূর্বে রাজ্য/জেলা কোষাগারের মাধ্যমে দেওয়ার ফলে কার্য সম্পাদনে অযথা বিলম্বের কারণ হতো।

পঞ্চায়েতি রাজ